৪৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 FEB 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা

পত্রিকান্তরের একটি খবরে জানা যায়, দিনাজপুর জেলায় এক লাখেরও অধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। এইসব স্কুলবয়সী শিশুরা স্কুলে যায় না। ইহাছাড়াও শিক্ষা বছরের শেষ প্রান্তে সারা জেলায় প্রায় সতেরো হাজার শিশু বিভিন্ন লেখাপড়া ছাড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষা বঞ্চিত থাকার কারণ হইতেছে জনগণের অসচেতনতা ও ব্যাপক দারিদ্র্য। জানা গিয়াছে, দিনাজপুরের তেরোটি থানায় পাঁচ হইতে দশ বছরের শিশু ৪ লাখ ৮২ হাজার ২৪২ জন। ইহার মধ্যে ৩ লাখ ৮১ হাজার ১০৭ জন শিশু-কিশোর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হয়। এই সূত্র হইতে জানা যায়, এখন পর্যন্ত ১ লাখ ১ হাজার জন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নাই। এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৩ লাখ ৮৯ হাজার শিশু-কিশোরকে শিক্ষার্থী হিসাবে দেখা গেলেও গত বছরে শিক্ষারত ১৬ হাজার ৬৯৮ জন শিক্ষার্থী বর্তমানে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই ব্যাপক ড্রপ আউটের কারণ হইতেছে শিক্ষার প্রতি অসচেতনতা ও দারিদ্র্য। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সমস্যা বা সংকট নূতন নয়। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ও বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ প্রভৃতি উদ্যোগ অব্যাহত থাকিলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিরূপ পরিস্থিতিই বিরাজ করিতেছে। বহু শিশু-কিশোর এখনো স্কুলে যায় না, জরাজীর্ণ স্কুলভবন, আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব প্রভৃতিই হইতেছে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের সাধারণ চিত্র। যুগের পর যুগ ধরিয়া ইহাই চলিয়া আসিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের পরও এই অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যে একেবারেই ঘটে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় এখনো নগণ্য। এই বাস্তব অবস্থা মনে রাখিয়াই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মতো শিক্ষা বঞ্চিত দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন একান্ত জরুরী। কোনো মতেই এই প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহা শুধু কথা বা আলাপ-আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করিয়া গ্রামীণ শিক্ষায় সজীবতা ফিরাইয়া আনিতে সকলকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার এই দৈন্যদশা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শিক্ষা জীবনকেই ম্লান ও জড়তাগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। দেশে শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি সাধন করিতে হইলে প্রথমেই গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার এইসব সমস্যাসমূহ দূর করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাগত বৈষম্য দূর করিয়া গ্রামীণ শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থেই সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত করিয়া তুলিতে হইবে। গ্রামীণ শিক্ষা ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া কোনো মতে টিকিয়া থাকিলে, সমস্যা ও সংকট তাহার সাধারণ চিত্র হইলে সার্বিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি বা উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। শহরের নামীদামী স্কুলগুলিতে যেখানে ভর্তি সমস্যা প্রকট এবং শিক্ষার্থীর আসন সমস্যা ব্যাপক সেখানে গ্রামের সমস্যাক্লিষ্ট স্কুলগুলিতে ছাত্র পাওয়া একটি বড়ো সমস্যা কিংবা কোথাও ছাত্র থাকিলেও শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের সমস্যা প্রকট। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে শিক্ষার দুর্দিন ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করিতে হইলে শিক্ষার এই মৌলিক সমস্যাসমূহ দূর করিতে উদ্যোগী হইতে হইবে।

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও অভিভাবকদের অসচেতনতা একটি বড়ো অন্তরায়। দারিদ্র্যের কারণেই অভাবগ্রস্ত পিতামাতা শিক্ষার পরিবর্তে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের জীবিকায় নিয়োজিত করিতেই অধিক আগ্রহী হয়। তাহারা মনে করে শিক্ষার চাইতে এই মুহূর্তের আয়-উপার্জন ও সংসারে সাহায্য করাই বড়ো কাজ। সেজন্যই সৃষ্টি ড্রপ-আউটের। এদিকে দারিদ্র্যের কারণেই বিনামূল্যের বই কিংবা পোশাক গ্রামীণ শিশু-কিশোরদের শিক্ষায় ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সবার জন্য শিক্ষা কিংবা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মতো কর্মসূচী সফল করিতে হইলে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনেই গ্রামীণ অভাব ও দারিদ্র্য বিমোচনেও উদ্যোগী হইতে হইবে। দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে যেমন শিক্ষার প্রয়োজন তেমনি শিক্ষার জন্যও প্রয়োজন দারিদ্র্য দূর করা। এই বাস্তবতা মনে রাখিয়াই গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট মোচনে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।